সংবাদ

তারিখ 22 APR 2010
পৃষ্ঠা ৪

উচ্চ মাধ্যমিকে সাচিবিক বিদ্যা বিষয় বাতিল আদেশ প্রত্যাহার দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয় বাতিলের আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা শিক্ষক সমিতি গত ১৯ এপ্রিল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সমিতির সভাপতি মিফতাহ উদ্দিন আহমদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউনুছ হাওলাদার, সহ-সভাপতি নূরজাহান বেগম, কোষাধ্যক্ষ আনিসুর রহমান প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, উচ্চ মাধ্যমিক সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা একটি কর্মমুখী ও বাস্তবমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষা। আজ কর্মসংস্থান, অফিস পরিচালনায় ধারণা এবং যুগের চাহিদার কারণে এ বিষয়টি শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রায় ২ হাজার কলেজে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এ বিষয়ে শিক্ষারত রয়েছে, যা ক্রমবর্ধমান এবং প্রায় ২ হাজার শিক্ষক এ বিষয়ে পাঠদান করে যাচ্ছেন। বিষয়টিকে আরও আধুনিক করার জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড উচ্চ মাধ্যমিক সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ের টাইপ লিখন অংশের পরিবর্তে কম্পিউটার সংযোজনের সিদ্ধান্ত নেয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে পাস করলে একজন ছাত্রছাত্রী সরকারি-বেসরকারি অফিসে, জাতীয় সংসদের অফিসিয়াল রিপোর্টার (১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা), হাইকোর্ট বেঞ্চ অফিসার, পার্সোনাল অফিসার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সেক্রেটারি, প্রাইভেট সেক্রেটারি, সার্টিলিপিকার, সার্টমুদ্রাক্ষরিক, উচ্চমান সহকারী, টাইপিস্ট ইত্যাদি পদে চাকরি করতে পারে। এ বিষয় নিয়ে পাস করে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০ হাজার কর্মকর্তার কর্মসংস্থান হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির এক সভায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে ২ হাজার কলেজে এ বিষয়ের লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী এবং ২ হাজার শিক্ষক ও তাদের পরিবারে অন্ধকারের কালো ছায়া নেমে আসবে। দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে। আশ্চর্যের বিষয় যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে বিষয়টি বাদ দেয়ার কথা থাকলেও এ বিষয়ে পাঠদানরত প্রায় ২ হাজার কলেজের ১৫শ' এমপিওভুক্ত, ৫শ' নন-এমপিও, স্বায়ত্তশাসিত ও স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

সংবাদ সম্মেলন থেকে শিক্ষকরা সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত ২০০৯-২০১০ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টি বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মমুখী শিক্ষাকে বহাল রাখার দাবি জানান।